আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবির দুই অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান

আলোকিত ডেস্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত দুই বিভাগের দু'জন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে এককালীন ২৫ হাজার টাকা করে মোট ৫০ হাজার টাকা ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত 'মো. মুনিরুল ইসলাম-শামসুন্নাহার বেগম ট্রাস্ট ফান্ড' থেকে তাদের এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত বৃহস্পতিবার উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- লোক প্রশাসন বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. সুবহান আলী হৃদয় এবং পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. সিহাব প্রধান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, দাতা পরিবারের সদস্য ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নায়িম সুলতানা এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. উম্মে বুশরা ফাতেহা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন। সূত্র: সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

The Country Today

CAMPUS CORNER

TRUST & FAST CONSULTANCY

DU awards Tk 50,000 scholarship to two underprivileged students

DU Correspondent

Two underprivileged students from two departments under the Faculty of Social Sciences at the University of Dhaka have been awarded a one-time scholarship of BDT 25,000 each, totaling Tk 50,000.

The scholarship was awarded from the "Md. Munirul Islam - Shamsunnahar Begum Trust Fund" established at the University of Dhaka.

The Vice-Chancellor of the University of Dhaka, Professor Dr. Niaz Ahmad Khan, handed over the scholarship cheques to the students at a ceremony held in the Vice-Chancellor's conference room on Thursday.

The scholarship recipients are: Md. Subhan Ali Hridoy, a first-year student of the Department of Public Administration and Md. Sihab Pradhan, a first-year student of the Department of Population Sciences

The event was presided over by the Treasurer of the University of Dhaka, Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury. Among others present were the Dean of the Faculty of Social Sciences, Professor Dr. Taiyebur Rahman; donor family member and Chairperson of the Department of Development Studies, Professor Dr. Naeem Sultana; and donor of the trust fund, Professor Dr. Umme Bushra Fateha Sultana of the Department of Women and Gender Studies.

It is mentioned that in 2024, Professor Dr. Umme Bushra Fateha Sultana established the "Md. Munirul Islam - Shamsunnahar Begum Trust Fund"

Continued to page 2

DU awards Tk 50,000

with a donation of BDT 1 million in memory of her parents. From the annual proceeds of this trust, each year two orphaned and underprivileged undergraduate students studying in the second semester of the first year under departments of the Faculty of Social Sciences are awarded a one-time scholarship of BDT 25,000 each.

The Country Today

'Jagroto July' Concert at Dhaka University

DU Correspondent

To celebrate the first anniversary of the historic July mass uprising, a grand concert titled 'Jagroto July' was held on Tuesday evening at the Raju Sculpture premises.

The Dhaka University authorities organized the concert to pay tribute to the bravery of the July warriors and to spread the message of unity. Dhaka University Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan delivered the keynote speech at the opening session of the concert as the chief guest.

The inaugural event was presided over by Professor Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury, Treasurer of Dhaka University and Convenor of the Jagroto July Concert Organizing Committee. Special guests included Pro-Vice

Continued to page 2

'Jagroto July' Concert

Chancellor (Admin) Prof Dr. Saima Haque Bidisha and Pro-Vice Chancellor (Education) Prof Dr. Mamun Ahmed.

The concert began with the national anthem sung in unison. Dhaka University Band Society, Band Durg, Lalon, and Black performed at the event. Only the teachers, students, and family members of Dhaka University attended the concert. Security was heightened throughout the university campus on the occasion of the concert. Strict restrictions were imposed on outsider entry at the university gates. A large number of students enjoyed the concert in a peaceful and disciplined environment.

Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan inaugurated the concert and said that Dhaka University has always stood against injustice. Historically, Dhaka University has always worked for the nation. We have achieved a new Bangladesh through the sacrifices of many lives. Students are enjoying this concert in a joyous and free environment. He thanked everyone involved for organizing the concert in a disciplined manner.

প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে কমিটি ঘোষণা করেছে ছাত্রদল। এর প্রতিবাদে হলে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল দিবাগত রাত সোয়া একটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে। ছবি: তাহমিদ সাকিব

ঢাবিতে হলে ছাত্রদলের কমিটি, প্রতিবাদে মধ্যরাতে বিক্ষোভ

প্রতিবেদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হলগুলোতে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণার প্রতিবাদে মধ্যরাতে বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছেন। গতকাল শুক্রবার রাত ১২টার পর হলগুলোতে এই বিক্ষোভ হয়। মাস্টারদা সূর্য সেন হল, মুহসীন হল, রোকেয়া হলসহ বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেন। এ সময় তাঁরা 'হল পলিটিকসের ঠিকানা/এই ক্যাম্পাসে হবে না', 'আবু সাঈদ, মুগ্ধ/শেষ হয়নি যুদ্ধ' সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।

হলে কমিটি দেওয়ার প্রতিবাদে দুই দফায় বিক্ষোভ করেন রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা। বিকেলে কমিটি বাতিলের জন্য রাত পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে রাতে আবার বিক্ষোভ করেন তাঁরা। রাত ১২টার পরও তাঁদের বিক্ষোভ চলছিল।

বিক্ষোভকারী রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা প্রাধ্যক্ষকে স্মারকলিপি দিয়ে চারটি দাবি জানিয়েছেন। দাবিগুলো হলো:

১. রোকেয়া হলকে প্রকাশ্য ও গুপ্ত—সব ধরনের ছাত্ররাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত ঘোষণা করতে হবে। নির্বাচিত হল সংসদ কমিটি ব্যতীত কোনো রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠন হলভিত্তিক কমিটি ঘোষণা করলে তাদের আবাসিক সিট বাতিল করতে হবে।

২. ছাত্রদল, বাগছাস, শিবির, ছাত্রী সংস্থা, ছাত্রলীগসহ (নিষিদ্ধ) অন্য সব ক্রিয়াশীল সংগঠন কোনো রকম গোপন কমিটি দিতে পারবে না। প্রমাণসাপেক্ষে তাদের সিট বাতিল করাসহ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩. ১৮ জুলাইয়ের স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর নম্বর বসিয়ে আইনি ভিত্তি প্রদান করতে হবে।

৪. প্রভোস্ট, হাউস টিউটর, কর্মচারীসহ হল কর্তৃপক্ষ কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনের মেয়েদের সহযোগিতা করার প্রমাণ পাওয়া গেলে শিক্ষার্থীরা তাঁদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করবেন। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবে।

এ ছাড়া সুফিয়া কামাল হল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা হলের শিক্ষার্থীরাও হলে রাজনীতি বন্ধের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

» ঢাবিতে ১৮ হলে ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা পৃষ্ঠা ৬

যুগান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দেওয়ালে শিল্পীদের আঁকা রক্তাক্ত জুলাইয়ের গ্রাফিতি দেখছেন দুই তরুণী যুগান্তর

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৫ শ্রাবণ ১৪৩২

DU in Media

09 August 2025

সমকাল

সংস্কৃতি

বর্ষা ঋতু উদযাপনে ঘনঘটা শিরোনামে শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলায় নৃত্য উৎসবের আয়োজন করে অর্থী আহমেদ ড্যান্স একাডেমি। উৎসবে অংশ নেন ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সী শতাধিক নৃত্যশিল্পী ■ সমকাল

নাটক-কবিতায় নৈতিক জাগরণের প্রত্যয়

■ সমকাল প্রতিবেদক

ইতিহাস যখন মঞ্চে জীবন্ত হয়ে ওঠে, আর কবিতার উচ্চারণ রাজপথের স্লোগানে মিশে যায়, তখন জন্ম নেয় এক অনন্য সাংস্কৃতিক মুহূর্ত, যা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ছুঁয়ে যায়। গতকাল শুক্রবার তেমনই দুটি আয়োজন হয়ে গেল রাজধানীতে। যেখানে নাটক ও কবিতায় একসঙ্গে ধ্বনিত হয় স্বাধীনতার স্বপ্ন, গণতান্ত্রিক চেতনা ও নৈতিক জাগরণের প্রত্যয়।

এদিন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'জুলাই পুনর্জাগরণ নাট্য উৎসব ২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়। আর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'লাল জুলাইয়ের কবিতা'।

জুলাই পুনর্জাগরণ নাট্য উৎসব শুরু হয় ৩১ জুলাই। গতকাল ছিল শেষ দিন। জাতীয় নাট্যশালার মূল ও পরীক্ষণ মঞ্চে দেশের ১১টি খ্যাতনামা নাট্যদল পরিবেশন করে ১১টি প্রযোজনা, যার প্রতিটিই নির্মিত ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক আন্দোলন ও সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে। নাটকগুলোতে মঞ্চ হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের প্রতীকী রাজপথ, সংলাপ উচ্চারণ করেছে প্রত্যয়ের ভাষা, আর প্রতিটি দৃশ্য যেন ইতিহাসের অন্তর্জীবন বয়ে এনেছে।

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল হলে মঞ্চস্থ হয় কাজী নওশাবা আহমেদের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় 'টুগেদার উই ক্যান'-এর প্রযোজনা 'আগুনি'। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকার কথা ছিল সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে তিনি উপস্থিত হতে পারেননি।

এ ছাড়া অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ ওয়ারেছ হোসেন। উপস্থিত ছিলেন নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক ফয়েজ জহির, উপপরিচালক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনসহ শিল্পকলার বিভিন্ন কর্মকর্তা।

এদিকে বিকেলে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয় 'লাল জুলাইয়ের কবিতা'। 'চব্বিশ একাত্তর বাহান্ন, হারতে দেব না কখনো' স্লোগানে সাধারণ সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পীসমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন শতাধিক আবৃত্তিশিল্পী ও কবি।

অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শহীদ ইয়ামিনের বাবা মো. মহিউদ্দীন এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে মুখের অবয়ব হারানো জুলাইযোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ। অতিথি ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, দৈনিক আমার দেশের সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ও জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মোহন রায়হান।

জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এ আয়োজনের প্রথমে কোরাসে আবৃত্তি করা হয় কাজী নজরুল ইসলামের 'কামাল পাশা' কবিতা। লাল জুলাইয়ের কবিতার উদ্যোক্তা আঞ্জুমান লায়লা নওশিন, ফাহমিদা সূচনা ও অনন্যা মাহমুদ সূচনা বক্তব্যে তুলে ধরেন আয়োজনের তাৎপর্য।

চারুকলায় বর্ষা উৎসব ঘিরে প্রাণের মেলা

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষার্থী, চাকরিজীবীসহ নানা বয়সী নারী-পুরুষের পদচারণায় মুখর ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার বকুলতলা। গতকাল শুক্রবার সকালে ছিল ঘনঘটা প্রডাকশন আয়োজিত 'বর্ষা উৎসব'। এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ষার গান ও নৃত্যনাট্য হৃদয়ে শিহরণ তোলে।

'বিষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদেয় এল বান' কিংবা 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে'র সুরে নৃত্যের ছন্দে দর্শক হৃদয়ে জাগে শিহরণ। উন্মুক্ত পরিবেশে আয়োজিত এই নৃত্যনাট্যে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিল্পীরা। বর্ষামঙ্গলের গান, নৃত্যসহ মনোরম নানা পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে।

অনুষ্ঠানের দর্শকরা জানান, যান্ত্রিক নগরের একঘেয়ে জীবনে এমন আয়োজন তাদের মনে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে। প্রকৃতি ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের জন্য এটি ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

আয়োজকরা জানান, নগরের কোলাহল থেকে ক্ষণিকের বিরতি এনে প্রকৃতির ছন্দে ফেরার চেষ্টা ছিল তাদের। বর্ষাপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতায় সাজানো পরিবেশনায় দর্শকরা উপভোগ করেন বর্ষার স্নিগ্ধতা।

এই বিশেষ আয়োজনে শুধু নৃত্যনাট্যই নয়, ছিল বর্ষার আবহকে জীবন্ত করে তোলার এক শিল্পসম্মত প্রয়াস।